كيف ينظر المسلمون لفيروس كورونا ؟

- رسالة للمسلم وغير المسلم

(باللغة البنغالية)

করে োনা ভাইরাস ও ইসলামি দৃষ্টভিঙ্গি

মূল- - আদলে ইবনে ইবদলি আজজি মহিলাবী মারুফ। রঈস, ভাষান্তর- শায়খ আরীফ উদ্দীন মারুফ। রঈস, জামিআ ইকরা বাংলাদেশ_

للتواصل 00966504392260

করোনা ভাইরাস ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মূল- - আদেল ইবনে ইবদিল আজিজ মহিলাবী

ভাষান্তর- শায়খ আরীফ উদ্দীন মারুফ। রঈস, জামিআ ইকরা বাংলাদেশ_

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই আজ নয়া করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হচ্ছে। যেহেতু মুসলমানদের আকিদা ও বিশ্বাস সবচেয়ে নির্মল ও ব্যাতিক্রম তাই এমন ঘটনায় মুসলমানদের আমল ও কর্মপন্থা অন্যদের চেয়ে ব্যাতিক্রম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মুসলমানদের এক্ষেত্রে করণীয় হলো-

আল্লাহর সিদ্ধান্তে ও ফয়সালার প্রতি সুগভীর ঈমান রাখা যে, ভাল মন্দ সব তাঁর থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে এবং তোমাদের ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে। আর তা আল্লাহর জন্য সহজ। (হাদীদ-২২) অর্থাৎ

হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নেওয়া যে, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আছেন যিনি ভালো মন্দ সব কিছুরই মালিক। আর এই বিশ্বাসই তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিবে। অন্যদের ক্ষেত্রে যার উল্টো। তারা সর্বদা অস্থিরতায় ভোগে। নিরাশ হয়ে আত্মহননের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহতে বিশ্বাস না থাকার কারণে আত্মহনন তাদেরকে বিলাশ করে দেয়।

মুসলমানদের আরেকটি আকিদা হলো, বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য। "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের রব যিনি আসমান যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন এরপর আরশে সমাসীন হয়ে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশকারী নেই। তিনিই তো তোমাদের রব। তো তোমরা কি তা বুঝো না?" (সূরা ইউনূস- ৩)

এই মর্মের আয়াত আরো অনেক আছে।

মোটকথা এই মহাবিশ্বকে পরিচালিত করেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি যেভাবে খুশি পৃথিবীকে

পরিচালনা করেন এবং বান্দার ভালো মন্দ নির্ধারণ করেন। একটি বিমান যেমন পাইলট ছাড়া চলতে পারে না ঠিক এই পৃথিবীটাও কোন নিয়ন্ত্রক ছাড়া একা একা চলতে পারে না।

লক্ষ্য করুন। সবকিছু তো ঠিকঠাকই চলছিলো। হঠাৎ অবস্থা পাল্টে গেলো। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা টলে গেলো। অর্থনীতি বিধ্বস্ত হলো। এই পরিস্থিতির যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি হলেন আল্লাহ। যাঁর আদেশে ছাড়া কিছুই হয় না। আধিপত্য একমাত্র তাঁরই।

এর দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়–

মুসলমানদের আকিদা হতে হবে; আল্লাহ যা করেন বান্দার ভালোর জন্যই করেন। মানুষ অসুখে পড়ে কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে যে পরকালে এর প্রতিদান পাবে। তার অসুখ তাকেই শিক্ষা দেয় যে,
অন্যের প্রতি জুলুম করো না তাহলে পরিণতি খারাপ হবে। আরো শিক্ষা দেয় যে, নিজের স্বাস্থ্যসেবায় মনোযোগী হও। এর দ্বারাই সে ধীরেধীরে আরোগ্য লাভ করে।

অসুখ শুধু অকল্যাণ নিয়েই আসেনা এখানে কল্যাণেরও বিষয় থাকে। পরিচ্ছন্নতা, অন্যের প্রতি দয়া সহমর্মিতা, আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া ইত্যাদি কল্যাণের প্রতি আহবান নিয়ে আসে রোগ- বালাই।

নাস্তিকরা এই ব্যাপারে দোটানায় পরে যায়,কারন তাদের আক্বিদা- বিশ্বাস হলো দৃশ্যমান বস্তুকেই শুধু বিশ্বাস করা যায়।এখন তারা এই করোনা ভাইরাসকে কিভাবে মেনে নেবে অথচ এই ভাইরাস দেখাই যায় না।

তারা উত্তর দেবে, আসলে করোনা ভাইরাসের প্রভাব প্রতিলক্ষিত করা যায়,আর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরাই এর সংবাদ দিয়েছেন।তাই বলা যায় করোনা ভাইরাস না দেখা গেলেও এর অস্তিত্ব মূলত আছে।

তাকে আমরা বলবো, এই যে বিশ্ব,এই যে এতো এতো নিদর্শন,এই যে এতো ব্যাবস্থাপনা কি এই বিষয়ের উপর প্রমান বহন করে না যে,এই বিশ্বের ও একজন নিয়ন্ত্রনকারী স্রষ্টস আছেন?
যদি তারা অস্বিকার করেন যে স্রষ্টা নেই,তাহলে কথার মাঝে বৈপরিত্ব চলে আসে,অর্থাৎ একদিকে

তারা অদৃশ্য খোদার অস্তিত্বকে মানতে নারাজ,এদিকে আবার তারা অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের অস্তিত্বকে ও মানছেন।

কোন কথার মাঝে অসংগতি সেই কথার অসারতার উপরেই ইংগিত করে

আজ নাস্তিকদের আহবান করবো আল্লাহর উপর ঈমান আনার প্রতি, কারন এই বিশ্ব ও বিশ্বের সমস্ত কিছুই তার অস্তিত্বের প্রমান বহন করে।

আমাদের মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলা দিনের অযু করে পাচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরয করেছেন।তাই এই রোগসহ সকল প্রকার বালা মসিবত থেকে বাচার সর্বপ্রথম প্রদক্ষেপ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। এটাই আমাদের শরীয়তের সৌন্দর্য।

পবিত্রতা ও নামাজ মানুষের দুনিয়াবী জীবনে সুখ আনে। নামাজের মাঝে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি যার কারনে মানুষ নিজেকে দুনিয়াবি জীবনে সুখি হিসেবেই খুঁজে পায়।

আমাদেরকে আমাদের ধর্ম এই শিক্ষাই দেয় যে সুস্থ ব্যাক্তি যেন অসুস্থ ব্যাক্তি দূরে থাকে। সুস্থ ব্যাক্তি যেন অসুস্থ ব্যাক্তি থেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখে। সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে আমাদের নবী
আমাদেরকে এটাই শিখিয়েছেন।
রাসুল সা. বলেছেনঃ"অসুস্থ ব্যাক্তি যেন সুস্থ ব্যাক্তির কাছে না আসেন"(মুসলিম শরীফ) তিনি আরো বলেনঃ"কুষ্ঠো রোগী থেকে এমনভাবে পলায়ন করো যেভাবে সিংহ থেকে পলায়ন করো।(মুসনাদে আহমাদ)

এইসমস্ত বিপদ-আপদে আল্লাহর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক আরো মজবুত হয়।মুসলমানরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়ে,আল্লাহ যেন তাদেরকে এই মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

মানুষের স্বভাব হলো তার এমন একজন স্রষ্টার প্রয়োজন যার উপর সে সবক্ষেত্রেই নির্ভর করবে।যার কাছে সে তার প্রয়োজন পুরণ করবে, বিপদ-আপদে তার কাছেই আশ্রয় নিবে।একমাত্র অহংকারী ব্যাক্তিই কেবল এই বিষয়কে অস্বিকার করবে।

আমরা খৃষ্টানদেরকে দেখি তারা তাদেরই মতো একজন মানুষের কাছে প্রার্থনা করে যার মাঝে সৃষ্টিকির্তার কোন গুনই নেই। আমরা মুর্তি পূজারীদের দেখি তারা জড়বস্তু, পশু-পাখি ও সমস্ত পাথরের পূজায় লিপ্ত যা তারা নিজেদেরই হাতে বানায়।

যদি তারা সকলেই সত্য সত্যই সঠিক পথের সন্ধান করে তাহলে তারা অবশ্যই বুঝবে যে তাদের সমস্ত কিছুই শুধুই নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাসই হলো সবচেয়ে বিশুদ্ব আক্বীদা। এই পথই হলো সবচেয়ে সঠিক যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কারন এই ধর্মের স্রষ্টা সত্য,এই ধর্মের প্রভু সত্য।

সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এই বিষয়টির দিকে ইনছাফের দৃষ্টিতে তাকানো। এখানেই তার স্বার্থকতা নিহিত আছে।